দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ২৯ OCT 2002
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

আওয়ামী লীগ আমলে খুলনা ভার্সিটিতে চলেছে লাগামহীন দুর্নীতি ও অনিয়ম

এটিএম রফিক ঃ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ছাত্র রাজনীতিমুক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ছিল একটি দুর্নীতি, অর্থ লোপাট ও স্বজনপ্রীতির আখড়া। আওয়ামী লীগ কর্তৃক নিয়োগকৃত সাবেক ভিসি, সাবেক নিহত ট্রেজারার, রেজিস্ট্রারসহ প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন সকলেই ছিলেন আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। অর্থ লোপাট, অবৈধভাবে লোক নিয়োগ, টেন্ডারে ঘাপলা, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও যে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি করা হয়েছে তা নজিরবিহীন। এক কথায় আওয়ামী সরকারের আমলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় চলেছে আওয়ামী দলীয়করণ, ঠিকাদারী কাজের নামে অর্থ লোপাট, দলীয় কর্মীদের মাধ্যমে, আত্মীয়-স্বজন নিয়োগ দিয়ে স্থাপন করা হয়েছে আত্মীয়করণের নতুন রেকর্ড।

এ সমস্ত অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও বেআইনী নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তদন্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ।

গত ২০ অক্টোবর সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তদন্ত কমিটির সদস্যরা জানান, '৯৭ সালের জুলাই মাস থেকে মূলত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি প্রথম অংকুর রচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা ছাড়াই শুরু হয় দলীয় নিয়োগ। শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন বাছ-বিচার ছিল না। উদাহরণ হিসেবে তারা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ডিসিপ্লিনের একজন শিক্ষক শাহনেওয়াজ ও তার স্ত্রী ফৌজিয়া খানমকে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা মানা হয়নি।

এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনটুকুও তাদের দু'জনার ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হয়েছে। শর্ত সংশোধন করে মোট তিনবার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দেয়া হয়েছে পছন্দের কাউকে নিয়োগের জন্য।

মঞ্জুরী কমিশনের সদস্যরা আরো জানান, দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি'র বাসভবন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন খেলার মাঠের পাশে তৈরী করার নজির নেই। কিন্তু এখানে তা হয়েছে। খেলার মাঠের পাশে ভিসি কিভাবে তার পরিবার নিয়ে থাকবেন? অর্থাৎ কোন সুপরিকল্পিত নিয়ম-নীতি এক্ষেত্রে মানা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হল, ছাত্রী হল, শিক্ষকদের আবাসিক ভবন ও শহীদ মিনার নির্মাণের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে উল্লেখ করে কমিটির সদস্যরা জানান, মন্ত্রণালয় থেকে ২৫ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হলেও তারা সেখান থেকে ১৬ কোটি টাকা খরচ করে ফেলেন। এত টাকা কোথায় গেল? কি উন্নয়ন হয়েছে? এ ব্যাপারে তারা প্রশ্ন রেখেছেন।

তারা জানান, সাবেক ভিসির আমলে এই অর্থ আত্মসাতের ফলে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে অর্থ সংকট দেখা দিয়েছে। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দিতে জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় থেকে টাকা এনে তা পূরণ করতে হচ্ছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একটি চরম আর্থিক অনিয়ম ও লোপাট ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারা জানান, বিগত প্রশাসনের আমলে একাডেমীক ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজে করা হয়েছে পুকুর চুরি। এ দুটি ভবন নির্মাণে কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার কোন কাগজপত্র নেই। একটি দলের লোকজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বাসিত করে করা হয়েছে দলীয়করণ এবং কর্তৃপক্ষের আপনজনদের প্রশাসনে বসিয়ে করা হয়েছে পারিবারিক বা আত্মীয়করণ।

মঞ্জুরী কমিশনের সদস্যরা জানান, ইতিমধ্যে এদের নিয়োগের বৈধতা কতটুকু সে ব্যাপারে আমরা খোঁজ-খবর নিয়েছি। তাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করেছি। তাদেরকে চাকরি দেয়ার সময় শূন্যপদ ছিল কিনা তাও অনুসন্ধান করেছি। তাতে আমরা এই দুর্নীতির বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক দুর্নীতি করা হয়েছে।

মঞ্জুরী কমিশনের সদস্যরা আরো জানান, আমরা এখানে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত করতে এসেছি। যারা দুর্নীতিতে জড়িত তাদের চিহ্নিত করতে এসেছি। যারা দুর্নীতি করেছে এবং অবৈধভাবে নিয়োগ পেয়েছেন বা যারা নিয়োগ দিয়েছেন তদন্ত রিপোর্টে তারা অবশ্যই অভিযুক্ত হবেন।

মঞ্জুরী কমিশনের ৬ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি ইতিমধ্যে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের তদন্ত শেষ করেছেন। রমজান মাসে তারা ময়মনসিংহ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন তদন্তে। এরপর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত শেষে চলতি বছরের ডিসেম্বরের শেষদিকে তারা সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য ও তদন্ত কমিটির আহবায়ক প্রফেসর কেএম মোহসীন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আব্দুর রশীদ খান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম আবদুল কাদির ভূঁইয়া ও প্রফেসর মনিরুল হক। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের প্রধানরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।